হাওর জনপদ মরুভূমি হচ্ছে টিপাই বাঁধ রুখে দাড়াও

আবারো ব্যাপকভাবে আলোচনায় এসেছে ভারতের টিপাইমুখ বাধ। সম্প্রতি (২০০5 সালের ডিসেম্বরে) এই বাধ নির্মাণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনও হয়ে গেছে। সেখানে বিস্তর আলোচনা হয়েছে বাধটির কুপ্রভাব নিয়ে। এই সম্মেলনে উপস্থিত ভারতীয়রাও এই বাধের প্রবল বিরোধিতা করেছেন। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকার জন্য এটি যে একটি মরণবাধ সেই কথাটিও জোর দিয়ে বলা হয়েছে। এরপর বাংলাদেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীমতি বীণা সিক্রি জানিয়েছেন যে, টিপাইমুখে যে বাধটি হচ্ছে সেটি কেবল বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য। কিন্তু পত্রিকার প্রকাশিত খবর অনুযায়ী ভারত ওখানে কেবল ১৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎই তৈরী করবেনা, বাধের মুখ থেকে ক্যান-বেতওয়া প্রকল্পের আওতায় একটি খাল দিয়ে পানি সরিয়ে নেবার পরিকল্পনাও ভারতের আছে বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০০৬ এর খবর অনুযায়ী এই বর্ষের বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ ২০১২ সালে এই বাধ বাস্তবায়নের জন্য টেন্ডারও আহ্বান করা হয়েছে।

এতোসবের পরেও এখনো বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন সরকারের পক্ষ থেকে এই বাধ নির্মাণের বিপক্ষে কোন জোরালো প্রতিবাদের কথা আমরা শুনিনি। আমাদের স্মৃতি যদি প্রতারণা না করে, তবে আমরা অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই এটি বলতে পারি যে, বর্তমানে যারা ক্ষমতাসীন তারা বরাবরই রাজনৈতিকভাবে ভারত বিরোধীতা কার্ড ব্যবহার করে থাকে। তাদের প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগকে ভারতের দালাল এবং ইসলামের শত্রু বানাতে এই কার্ডটির কোন জুড়ি নেই। আগামী এক বছরের মাঝে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তাতেও যে এই কার্ডটির চরম ব্যবহার হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। যদিও এই সরকারের আমলে এই দেশটি ভারতের পণ্যের অবাধ বাজারে পরিণত হয়েছে এবং ভারতের টাটার মতো বিশাল কোম্পানীর একটি বিরাট অধিক্ষেত্র তৈরী করার জন্য সরকার নানাভাবে সক্রিয়, তথাপিও নির্বাচনের সময় এই গোষ্ঠীটি দারুনভাবে চমৎকারিত্বের সাথে ভারতবিরোধী মনোভাব দেশের সাধারণ মানুষের মাঝে জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়। অথচ এরাই এখনো বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকার মানুষের মৃত্যুফাদ হিসেবে টিপাইমুখ বাধ নামে আরো একটি মরণ বাধের আগমনকে রোধ করার জন্য কোন ব্যবস্থাই নিচ্ছেনা।

বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে আসাম, মনিপুর ও মিজোরাম সীমান্তে টিপাই গ্রামে ভারত সরকার টিপাইমুখ বাধ নির্মাণ শুরু করেছে (সূত্র দৈনিক যুগান্তর ১৫ জানুয়ারী ০৬, পৃ:৩)। ইতিমধ্যেই ভারত বরাক নদীর চারপাশে অবকাঠামো তৈরী করার ফলে এর প্রবাহ ক্ষীণ হয়ে পড়েছে এবং শীতকালে এই নদীতে বরাকের প্রবাহ না আসায় বাংলাদেশের সুরমার মুখে প্রায় তিন কিলোমিটার এলাকায় একটি বিশাল চর জেগেছে। সেখানে নদীর বুকে সবজি চাষের সচিত্র প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে ১৫ই জানুয়ারীর ০৬ যুগান্তর পত্রিকার তিনের পাতায়। একই পত্রিকাসূত্রে জানা গেছে যে, অমলশীদ নামক যে স্থানে বরাক সুরমার সাথে মিশেছে সেখানে বরাকের পানি ফুটায় ফুটায় পড়ছে যা একসময়ে একটি বিশাল স্রোতপ্রবাহ ছিলো। এরপর যদি ভারত বরাক নদীর পানি বাধ দিয়ে পুরোপুরি আটকে ফেলে এবং পানি সরিয়ে নিয়ে যায় তবে বাংলাদেশের আট হাজার বর্গমাইল এলাকাজুড়ে বিস্তৃত হাওর এলাকার প্রায় সত্তুর লাখ মানুষের জীবন-জীবিকা ও অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যাবে।

১৯২৬ সালে প্রথম টিপাইমুখ বাধের পরিকল্পনা করা হয়। এর প্রথম সাইট ছিলো ময়নাধর (১৯৫৫ সালে) নামক একটি জায়গা। এরপর ১৯৬৪ সালে সাইট বদল করে করা হয় নারায়ণধর। এরপর ভবনধর এবং এরপর চতুর্থ সাইট নির্বাচন করা হয় টিপাইমুখ। প্রথমে এটি ছিলো টিপাইমুখ বহুমুখী প্রকল্প। কিন্তু এখন এটি টিপাইমুখ বিদ্যুৎ প্রকল্প।

ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এই বাধ নির্মাণের প্রথম প্রকল্প প্রস্তাব তৈরী হয় ১৯৫৫ সালে। ১০৯৭ কোটি রূপীতে জাপানী সহায়তায় এই বাধ নির্মাণ করার কথা ছিলো। কিন্তু ভারতীয় পরিবেশবাদী লেখক ডঃ আর কে রাজন সিং মনে করেন, এই বাধটি কস্ট বেনেফিটের দিক থেকেও সফল হবেনা। তার মতে, মূল ১০৯৭ কোটি রূপীর ব্যয়বরাদ্দের বদলে এর ব্যয় ৩,০০০ কোটি রূপী এবং ২০০৪ সাল নাগাদ তা ৪৮৮২.৫১ কোটি রূপীতে উন্নীত হয়েছে।

এমন ব্যয়বহুল বিদ্যুৎ প্রকল্প অর্থনৈতিক দিক থেকে সফল হতে পারেনা বলে তিনি মনে করেন।

তবে এইসব হিসাব হচ্ছে ভারত সরকারের বাধ নির্মাণ পরিকল্পনার বিরোধীতাকারীদের। তারা জানান যে, আসাম, মনিপুর ও মিজোরাম সীমান্তে তুইভাই এবং বরাক নদীর মোহনায় নির্মিত এই বাধের ফলে ৩১১ বর্গ কিলোমিটার এলাকা প্লাবিত হবে। এতে বর্তমানে বিদ্যমান ৯০টি গ্রাম ডুবে যাবে। পাহাড়ী পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে ১৩১০টি। এর ফলে ২৭২৪২ হেক্টর বণ ও ভূমি নষ্ট হবে। এই পুরো এলাকাটি বিলুপ্তপ্রায় বৃক্ষ ও প্রাণীতে ভরপুর। এই বাধটি পৃথিবীর

অন্যতম উচু বাধ হবে- যার উচ্চতা হবে ১৬২.৮০ মিটার। এই ধরনের বাধ যে টিকে থাকতে পারেনা তার কারণ ব্যাখ্যা করে মনিপুরের নাগা মহিলা ইউনিয়ন বলেছে যে, সচরারচর পাথরের তৈরী এ ধরনের বাধ মাত্র ২০-২৫ মিটার উচু হয়। কিন্তু এটি ১৬২.৮ মিটার উচু হচ্ছে, যার কোন তুলনা সারা দুনিয়াতে নেই। এছাড়া যে এলাকায় বাধটি তৈরী হতে যাচ্ছে সেটি ভূমিকম্পপ্রবণ। ১৯৮৪ সালে ঐ এলাকায় একটি ভূমিকম্প হয়েছিলো যাতে বিশাল ক্ষতি হয়েছে। ৫ এপ্রিল ৯৯ এর ৫ মাত্রার ভূমিকম্পও বিরাট ক্ষতি করেছে। এই বাধটি এমনকি একটি ত্রুটিযুক্ত এলাকাতেই তৈরী হতে যাচ্ছে যাকে তাইথু থ্রাস্ট ফল্ট লাইন বলা হয়।

২০01 সালের ৩১ মার্চ নাগা মহিলা ইউনিয়নের সচিব আরাম পামেই এক বিবৃতিতে বলেন যে, এই বাধটির একটি উদ্দেশ্য হলো আসামের কাছাড় প্রদেশকে বন্যামুক্ত করা। কিন্তু এর ফলে বরং বন্যার প্রকোপ আরো বাড়বে। পামেই মনে করেন, মনিপুরের তামেংলং জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আহু (বরাক) আলাং (ইরাং) এবং মাখু (মাক্রু) নদীসমূহের তীরে অবস্থিত ৬৭টি গ্রাম বাধটির ফলে ডুবে যাবে। এর বাইরেও আরো অনেক গ্রাম এই বাধের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর মাঝে ১৬টির কোন অস্তিত্বই থাকবেনা। ১৫ হাজার মানুষ এর ফলে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাদের সকল সহায়-সম্পদ, জমি-জমা-ভিটেমাটিসহ ঐতিহ্য ডুবে যাবে। এর ফলে ভারতের জাতীয় মহাসড়ক ৫৩, যেটি জাতীয় মহাসড়ক নং ৩৯ (বার্মা রোড) -এর একমাত্র বিকল্প, সেটির তিনটি স্থানে দুটি প্রধান সেতুসহ ৬০ কিলোমিটার জায়গা সম্পূর্ণ ডুবে যাবে। বিকল্প রাস্তা এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যে এর ফলে চলাচলের জন্য বাড়তি ৬০ কিলোমিটার পথ ঘুরতে হবে।

নাগারা মনে করে, এই বাধের ফলে আহু জলপ্রপাত যা এই অঞ্চলের সবচেয়ে সুন্দর জলপ্রপাত তা ডুবে যাবে। শুধু তাই নয় আহু বা বরাক জলপ্রপাতের সামান্য উপরে অবস্থিত পাচটি রমনীয় হ্রদও এই বাধের ফলে ডুবে যাবে। এই পাচটি হ্রদের একটিতে নাগাদের জাতীয় বীর যাদোনাং-এর তলোয়ার রয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়। নাগা মহিলা ইউনিয়ন একে এই অঞ্চলের মানুষের বিরুদ্ধে একটি জেনোসাইড বলে উল্লেখ করেছে। নাগাদের অভিযোগ যে এই বাধ নির্মাণের ফলে এই অঞ্চলের জীববৈচিত্র চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাদের অভিযোগ, এই বাধ নির্মাণের সময়ে অঞ্চলের জীব বৈচিত্র সম্পর্কে কোন জরীপ করা হয়নি। বরং ১৮৭২-১৮৯৭ সময়ের জরীপকেই ভিত্তি ধরা হয়েছে। ১৯৯১ সালের নভেম্বরে একশন কমিটি অন টিপাইমুখ গঠন করা হয়। সেই বছরেই এই কমিটির সদস্যরা সেই গ্রামে যায়। তারা জানায় যে, প্রকল্পটি রাজনৈতিক কারণে গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের মতে, প্রকল্পটি ঐ এলাকায় বসবাসরত জিলিয়াংগ্রং এবং হামার উপজাতির

মাঝে প্রবল প্রতিক্রিয়া তৈরী করে। ১৯৯৪-৯৫ সালে জিলিয়াংগ্রং ছাত্র ইউনিয়ন এবং হামার ছাত্র সমিতি এই বাধ নির্মাণ না করার জন্য ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করে। আসাম, মনিপুর এবং নাগাল্যান্ডের জিলাংগ্রং নাগা ইউনিয়ন ১৯৯৫ সালের ১৩ এপ্রিল ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করে। সেই সময়ে প্রধানমন্ত্রীর অফিস, কেন্দ্রিয় পানি কমিশন বা ব্রহ্মপুত্র বোর্ড কিংবা রাজ্য সরকার এই স্মারকের কোন জবাব দেয়নি। তবে মনিপুর সরকারের তাতে টনক নড়ে। ১৯৯৫ সালে রাজ্য সরকার বিবৃতি দেয় যে তারা এই বাধের বিপক্ষে। ঐ অঞ্চলের সকল সচেতন মানুষই মনে করেন যে, এই বাধটি কার্যত মনিপুরের জনগণের মতামত অনুযায়ী তাদের উন্নয়নের জন্য করা হচ্ছেনা। বরং এটি ভারতের কেন্দ্রিয় সরকার, কিছু আমলা, ব্যবসায়ী এবং ঠিকাদারদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এই বাধ নির্মাণ করতে চায়।

ভারতের জনগণের এতোসব প্রতিবাদের প্রেক্ষিতেও বাংলাদেশে এই বাধ নিয়ে সরকারের তো কোন চিন্তা নেইই, এমনকি সাধারণ মানুষের মাঝেও এই নিয়ে কোন মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয়না। আমাদের দেশে যা হয়, সেটি হলো বিপদ ঘাড়ে চাপলে আমাদের হুশ হয়। কিন্তু বিপদ দূরে থাকতে আমরা সেটি ঠেকাতে চাইনা। অথচ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই বাধ তৈরী হলে বাংলাদেশের সুরমা এবং কুশিয়ারা নদী মরুভূমিতে পরিণত হবে। এই দুটি নদী ভারতের বরাক নদী থেকে তার পানিপ্রবাহ পায়। টিপাইমুখ বাধ বরাক নদীর এতো বিপুল পরিমাণ জল আটকে ফেলবে যে বাংলাদেশের এই নদীগুলোতে কোন প্রবাহই থাকবেনা। আমাদের আরো স্মরণ করা দরকার যে, ধনু এবং মেঘনার প্রবাহ অনেকটাই সুরমা এবং কুশিয়ারার উপরই নির্ভর করে। এর ফলে ধনু, মেঘনা ইত্যাদি নদীও শুকিয়ে যাবে। বিশেষ করে শীতকালে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নদীগুলোতে পানিপ্রবাহ থাকবেইনা। এর ফলে বাংলাদেশের হাওর অঞ্চলের চাষাবাদ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়াও পরিবেশ বিপর্যয় দেখা দেবে। অন্যদিকে বর্ষাকালে প্লাবনে ভেসে যাবে এই নীচু অঞ্চলটি। এই এলাকাতেই বিশ্বের সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি হয়। বর্ষাকালে যখন সেই বৃষ্টির প্রাবল্য দেখা দেবে তখন ভারত টিপাইমুখ বাধে বিপুল পরিমাণ পানি ছাড়তে বাধ্য হবে। কেননা টিপাইমুখের বাড়তি পানির ফলে আসাম, মনিপুর ও মিজোরাম রাজ্যে বন্যা হয়ে যাবে। ভারত সেই বন্যা থেকে রক্ষা পাবার জন্য ভাটিতে বাংলাদেশে পানি ছাড়লে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আট হাজার বর্গমাইল হাওর এলাকায় অকল্পনীয় প্লাবন হবে। খুব সঙ্গত কারণেই সেই বন্যার পানি মেঘনা দিয়ে নীচে নেমে আসলে তা কুমিল্লা, ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাকেও প্লাবিত করবে। পত্রিকার খবরে আরো জানা

গেছে যে, ভারত টিপাইমুখ থেকে একটি খাল দিয়ে সেচের পানি সরিয়ে নেবার পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছে।

এমন বিভীষিকাময় পরিস্থিতে অবিলম্বে ভারতের সাথে বসে বাংলাদেশকে নিশ্চিত করতে হবে যেন টিপাইমুখ বাধের ফলে বাংলাদেশের আরো একটি অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে না যায়। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল তথা হাওর এলাকার মানুষকে আরো সচেতন হতে হবে এবং দল-মত নির্বিশেষে সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে যাতে টিপাইমুখের মরণ বাধ তৈরী হতে না পারে।

১৫ জানুয়ারী ২০০৫ ॥ ০৬ ফেব্রুয়ারি ০৬ সম্পাদিত